বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
জেনারেল ক্রেডিট বিভাগ।
www.krishibank.org.bd

সুত্র নং-প্রকা/জেঃক্রেঃবিঃ/৩(৭)অংশ-৮/২০২৩-২৪/ ২৭৫২(১২৫০) তারিখঃ ৩০/০৫/২০২৪

বিষয়ঃ ডাল, তৈল বীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য ৪% সুদে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সুদাসলে সম্পূর্ণ আদায়ের মাধ্যমে বন্ধ হওয়া ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে সুদ ক্ষতি বাবদ ভর্তুকি প্রদানের দাবী সম্বলিত প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগের এসিডি সার্কুলার নং-০২ তারিখ ২২/০৫/২২ এবং অত্র বিভাগের ২৫/০৫/২০২২ তারিখের ২৩৭২ (১২৫০) নং পত্রের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে ।

০২। উপরোক্ত পত্রের আলোকে ডাল, তৈল বীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য রেয়াতী সুদে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সুদে আসলে সম্পূর্ণ আদায়ের মাধ্যমে বন্ধ হওয়া হিসাবসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট বছর সমাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট (প্রচলিত সুদ হার - ৪%) হারে সুদ ক্ষতিপূরণের দাবী সম্বলিত প্রতিবেদন প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বিষয়োল্লেখিত সঠিক ও নির্ভুল দাবী সম্বলিত প্রতিবেদন সংগ্রহ ও সংকলন পূর্বক নিম্নোক্ত ছকে আপনার বিভাগাধীন অঞ্চলওয়ারী শাখার তালিকাসহ একীভূত করে ১০/০৭/২০২৪ তারিখের মধ্যে অত্র বিভাগে হার্ড কপি প্রেরণ এবং "এক্সেল ফরমেট-এ" বিবরণীর সফট কপি ই-মেইলযোগে (dgmlad1@krishibank.org.bd) ঠিকানায় প্রেরণ করার জন্যও বিনীত অনুরোধ করা হলো। কোন অবস্থাতেই শাখা ও মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয় বিচ্ছিন্ন ভাবে বিবরণী প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে পারবে না।

"ছক"

ব্যাংকের নামঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ ডাল, তৈল বীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য ৪% হার সুদে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে কৃষি ঋণের সুদ বাবদ ক্ষতির বিপরীতে দাবীকৃত ভর্তুকির বিবরণী।

বিভাগের নামঃ ... ... (প্রকৃত টাকার অংকে)

ক্রঃ নং	ব্যাংক শাখার নাম	ঋণ গ্রহীতার নাম	ঋণ হিসাব/ ফলিও নং	বিতরণকৃত ঋণের		ঋণের উদ্দেশ্য	৪% হারে ধার্যকৃত সুদের পরিমাণ	প্রচলিত সুদ হারে হিসাবায়নকৃত সুদের পরিমাণ	ঋণ আদায়ের/ সমন্বয়ের নির্ধারিত তারিখ (Due Date)	নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ হিসাব বন্ধকল্পে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ (প্রচলিত সুদ হার -৪%)	ঋণ হিসাব বন্ধের		মন্তব্য
				তারিখ	পরিমাণ						তারিখ	পরিমাণ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১= ৯-৮	১২	১৩	১৪

০৩। সঠিক ও নির্ভুল প্রতিবেদন প্রেরণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দিকনির্দেশনা অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলোঃ

(ক) **বিতরণকৃত ঋণ দেয় তারিখ (Due Date) হতে ছয় মাসের মধ্যে শুধু ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে অর্থাৎ ০১লা জুলাই, ২০২৩ তারিখ হতে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখের মধ্যে সুদাসলে সম্পূর্ণ আদায়ের মাধ্যমে ঋণ হিসাব বন্ধ হতে হবে;**

(খ) দাবী সংশ্লিষ্ট হিসাবসমূহে রেয়াতী সুদ ৪% এবং দাবীকৃত সুদ ভর্তুকি (প্রচলিত সুদ হার - ৪%) হার হিসেবে সঠিকভাবে হিসাব করতে হবে;

(গ) ঋণ বিতরণকারী শাখাসমূহ ৪% রেয়াতী সুদে বিতরণকৃত ঋণ গ্রহীতাদের তালিকাসহ এতদসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি যেমন, সংশ্লিষ্ট ঋণ নথি, ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, কোন ফসলের জন্য, ঋণ গ্রহীতার নাম/ ঠিকানা, ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ, জমির পরিমাণ, ঋণের মেয়াদ, আদায়/সমন্বয়ের তারিখ ইত্যাদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঋণের যথার্থতা যাচাই করা সম্ভব হয়;

(ঘ) পার্বত্য এলাকায় যে সকল স্থানে "বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা" হিসেবে ৫% সুদ হারে বিশেষ সুবিধা বহাল আছে, সে সকল এলাকায় দাবী পেশ করার সময় সতর্কতার সাথে যাচাই বাছাই করে দেখতে হবে, যাতে ৫% ও ৪% রেয়াতী সুদ হার সুবিধা একই গ্রাহকের অনুকূলে না হয়। একই গ্রাহকের অনুকূলে ৫% ও ৪% রেয়াতী সুদ হার সুবিধা প্রদান করা হয়নি মর্মে শাখা ব্যবস্থাপককে প্রত্যয়নপত্র প্রদানসহ মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষর করতে হবে;

বিষয়ঃ ডাল, তৈল বীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য ৪% সুদে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সুদাসলে সম্পূর্ণ আদায়ের মাধ্যমে বন্ধ হওয়া ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে সুদ ক্ষতি বাবদ ভর্তুকি প্রদানের দাবী সম্বলিত প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

(ঙ) দাবী পেশের জন্য সুদ হিসাব করার সময় Day product এর ভিত্তিতে সুদ হিসাব করতে হবে যাতে যাচাইকালে কোন গড়মিল পরিলক্ষিত না হয়।

০৪। বাংলাদেশ ব্যাংক দৈবচয়ন (Random sampling) ভিত্তিতে রেয়াতী হারে যোগ্য বলে দাবীকৃত ঋণের ন্যূনপক্ষে ১০% ঋণ নথি সরেজমিনে যাচাই করবে এবং যাচাইকৃত ঋণের মধ্যে যে পরিমাণ ঋণ নিয়মানুযায়ী প্রদেয় হয়নি মর্মে প্রমাণিত হবে তার শতকরা হার নির্ণয় করতঃ তা ব্যাংকের পুরো দাবীকৃত ঋণের উপর কার্যকরণ পূর্বক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করবে। এমতাবস্থায়, কোন শাখা কর্তৃক ভুল তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন দাখিল করা বা বিলম্বে দাবী পেশের কারণে রেয়াতী সুদের ক্ষতিপূরণযোগ্য ভর্তুকি দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ হ্রাস পেলে পুরো ঘাটতি টাকা সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায়যোগ্য হবে।

০৫। উপর্যুক্ত দিকনির্দেশনাবলী অনুসরণপূর্বক অনুসরণপূর্বক সঠিক ও নির্ভূল বিবরণী বিভাগীয় পর্যায়ে শাখা ও অঞ্চলওয়ারী সংকলন করে সম্বলিত প্রতিবেদন **১০/০৭/২০২৪** তারিখের মধ্যে **হার্ড কপি** ও **সফট্ কপি ই-মেইল** যোগে (dgmlad1@krishibank.org.bd) অত্র বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য উক্ত প্রতিবেদন তৈরিতে কোন সংশয় সৃষ্টি হলে অত্র বিভাগের উর্ধতন মুখ্য কর্মকর্তা মোঃ শফিকুল ইসলাম, মোবাইল নং-০১৭২২-৯২২২৯৬ এর সাথে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত,

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ।

৩০/০৫/২০২৪

(মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম)
উপমহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ০২২২৩৩৮৮৯৪৯

মহাব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ।

নং-প্রকা/জেঃক্রেঃবিঃ/০১/৩(৭)অংশ-৮/২০২৩-২৪/ ১৭৫২(২২৫০) তারিখঃ ৩০/০৫/২০২৪

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় এর সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা ও পরিচালন) মহোদয়ের দপ্তর , বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। উপমহাব্যবস্থাপক, শাখা নিয়ন্ত্রন ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। উপমহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেম্স বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। **পত্রটি ব্যাংকের ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।**
০৫। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বিকেবি, মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ।
০৬। সংশ্লিষ্ট সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বিকেবি (মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ এর মাধ্যমে)।
০৭। নথি/মহানথি।

৩০/০৫/২০২৪
(মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, কৃষি ব্যাংক ভবন,
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা-১০০০।
ক্রেডিট বিভাগ

ফোনঃ ০২২২৩৩-৫৮৬৮১
০২২২৩৩-৮৮৯৪৯
পিএবিএক্সঃ ০২২২৩৩-৮০০২১-২২
০২২২৩৩-৮০০২৪-২৫
০২২২৩৩-৮০০৩১-৩৫
ই-মেইলঃ dgmlad1@krishibank.org.bd

সার্কুলার লেটার নং-প্রকা/ক্রেডিবিঃ/শাখা-১/৩(৭)অংশ-০৮/২০২১-২০২২/ ২৩৭২(১২৫০) তারিখঃ ২৫/০৫/২০২২ খ্রিঃ

মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।
উপমহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ।
সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক।
সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ আমদানী বিকল্প ফসল (ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা) চাষে ভর্তুকি সুবিধার আওতায় ৪% রেয়াতী সুদ হারে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রসংগে।

মহোদয়,

শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর কৃষি ঋণ বিভাগের এসিডি-০২, তারিখ ২২ মে, ২০২২ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে (কপি সংযুক্ত)।

০২। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ বিভাগ এর ২২মে, ২০২২ তারিখের এসিডি সার্কুলার নং-০২ এ বর্ণিত নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি তথা যথাযথ অনুসরণ ও পরিপালনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে সার্কুলার লেটারটির নির্দেশনাসমূহ সরাসরি নিম্নরুপে উল্লেখ করা হলো ঃ

"এসিএসপিডি সার্কুলার নং-০৩, তারিখ:১০/১০/২০০৬, এসিএসপিডি সার্কুলার নং-০৮, তারিখ:০৩/১২/২০০৯, এসিডি সার্কুলার নং-০২, তারিখ:১২/১০/২০১০ এবং এসিডি সার্কুলার নং-০২, তারিখ:৩০/০৫/২০১১এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আর্কষণ করা যাচ্ছে"।

০৩। ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা আমদানীর জন্য প্রতি অর্থবছর প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয় এবং সঠিক সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে পণ্য আমদানী করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। এপ্রেক্ষিতে, আমদানী ব্যয় হ্রাস এবং সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৬ সাল হতে আমদানী বিকল্প ফসলসমূহ (ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা) চাষের জন্য ব্যাংকসমূহকে সরকারের সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধার আওতায় স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া, ২০১১-১২ অর্থবছরের ০১ জুলাই থেকে ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য প্রদত্ত কৃষি ঋণের উপর কৃষক পর্যায়ে সুদহার ৪%-এ পুনঃনির্ধারণ করা হয়। এ খাতে ঋণ বিতরণের বিপরীতে ব্যাংকসমূহকে প্রকৃত সুদ-ক্ষতি হারে (কৃষি ঋণের সুদ হার ৮% হওয়ায় প্রকৃত সুদ-ক্ষতি হার বর্তমানে ৪%) ভর্তুকি সুবিধা প্রদান করা হয়।

০৪। রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি বেসরকারী ব্যাংকসমূহও তাদের বার্ষিক কৃষি/পল্লী ঋণ লক্ষ্যমাত্রার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সরকারের ৪% হারে সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধার আওতায় ডাল, তেলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য ঋণ বিতরণ করছে। সে ক্ষেত্রে সুদ ক্ষতি বাবদ প্রদত্ত ৪% হিসাবে নেয়ার পরও কোনো ব্যাংকের কিছুটা সুদ ক্ষতি হলে উক্ত অংশটি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কর্পোরেট সোস্যাল রেসপন্সিবিলিটি (CSR)-এর আওতায় গণ্য করা হবে।

০৫। কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং সাম্প্রতিককালে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন পণ্যের মূল্য এবং পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় এদের আমদানী মূল্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক কালে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারেও বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য বিশেষ করে ভোজ্যতেলের সরবরাহে ঘাটতি তৈরী হয়েছে এবং পণ্য মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের বাজারে আমদানী নির্ভরশীল ভোজ্যতেলের সরবরাহ ভবিষ্যতে স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে এসকল ভোজ্যতেল উৎপন্নকারী ফসলসমূহের চাষাবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

চলমান পাতা-০২

বিষয়ঃ আমদানী বিকল্প ফসল (ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা) চাষে ভর্তুকি সুবিধার আওতায় ৪% রেয়াতী সুদ হারে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রসংগে।

০৬। **ঋণ বিতরণ ও আদায়**

আমদানী বিকল্প ফসলসমূহের (ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা) চাষাবাদ বৃদ্ধির জন্য সরকারের সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধার আওতায় নিম্নোক্ত ফসলসমূহের ক্ষেত্রে কৃষক পর্যায়ে ৪% সুদ হারে ঋণ প্রদানের নির্দেশনা রয়েছেঃ

ক) ডাল জাতীয় ফসল ঃ মুগ, মশুর, খেসারী, ছোলা, মটর, মাষকলাই, অড়হর ইত্যাদি।

খ) তেলবীজ জাতীয় ফসল ঃ সরিষা, তিল, তিসি, চীনাবাদাম, সূর্যমুখী, সয়াবিন ইত্যাদি।

গ) মসলা জাতীয় ফসল ঃ আদা, রসুন, পেঁয়াজ, মরিচ, হলুদ, জিরা ইত্যাদি।

ঘ) ভুট্টা।

০৭। উল্লেখিত ফসল চাষের জন্য রেয়াতি সুদে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে ঃ

ক) একর প্রতি উৎপাদন খরচের ভিত্তিতে ঋণের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পরিমাণ, ঋণ বিতরণের মৌসুম ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রতি অর্থবছরের শুরুতে জারীকৃত কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচীতে উল্লিখিত ঋণ নিয়মাচার প্রযোজ্য হবে।

খ) উল্লিখিত ফসল চাষের উদ্দেশ্যে প্রকৃত ঋণ চাহিদা অনুযায়ী রেয়াতি সুদ হারে ঋণ বিতরণের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ব্যাংকসমূহ বছরের শুরুতেই সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহকে যথাযথ নির্দেশ জারী করবে এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করার জন্য শাখাসমূহের ঋণ বিতরণ অগ্রগতির তদারকী ও মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে।

গ) কৃষি ঋণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত বর্তমানে অনুসৃত অন্যান্য নীতিমালা যেমন কৃষক প্রতি ঋণের সর্বোচ্চ সীমা, জামানত, আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল, ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা নিরূপণ, পাস বইয়ের ব্যবহার, ঋণ বিতরণ, ঋণের সদ্ব্যবহার, তদারকী ও আদায় ইত্যাদি এ সমস্ত ফসলের ক্ষেত্রেও যথারীতি অনুসৃত হবে।

০৮। এছাড়া, আমদানী বিকল্প ফসল খাতে রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবীর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ পরিপালনের নির্দেশনা প্রদান করা হলোঃ

ক) ব্যাংকসমূহ রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণের আদায়কৃত/সমন্বয়কৃত ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট বছর সমাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রকৃত হারে (কৃষি ঋণের সুদ হার ৮% হওয়ায় প্রকৃত সুদ-ক্ষতি হার বর্তমানে ৪%) সুদ ক্ষতিপূরণের আবেদন পেশ করবে। উক্ত আবেদনের সঙ্গে তাদের বিতরণকৃত ঋণের বিস্তারিত যেমন- মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, ঋণ মঞ্জুরীর সময়কাল, ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তারিখ, বিতরণকৃত ঋণের মোট পরিমাণ, গ্রাহক পর্যায়ে আদায়কৃত সুদের পরিমাণ, রেয়াতি সুদ আরোপের ফলে মোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ইত্যাদি সম্বলিত একটি বিবরণী দাখিল করবে।

খ) বাংলাদেশ ব্যাংক দৈবচয়ন (random sampling) ভিত্তিতে রেয়াতি হারে যোগ্য বলে দাবীকৃত ঋণের ন্যূনপক্ষে ১০% ঋণ নথি সরেজমিনে যাচাই করবে এবং যাচাইকৃত ঋণের মধ্যে যে পরিমাণ ঋণ নিয়মানুযায়ী প্রদেয় হয়নি মর্মে প্রমাণিত হবে তার শতকরা হার নির্ণয় করতঃ তা পুরো দাবীকৃত ঋণের উপর কার্যকরপূর্বক প্রকৃত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করবে এবং এর ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব হিসাব হতে ব্যাংকসমূহের সুদ ক্ষতির অর্থ পরিশোধ করবে এবং পরবর্তীতে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে পুনর্ভরণ গ্রহণ করবে।

গ) ঋণ বিতরণকারী শাখাসমূহ রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণ গ্রহীতাদের তালিকাসহ এতদসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি যেমন মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, কোন ফসলের জন্য ঋণ গ্রহীতার ঠিকানা, জমির পরিমাণ, ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ, ঋণের মেয়াদ, সমন্বয়ের তারিখ ইত্যাদি সংরক্ষণ করবে যাতে করে প্রয়োজনবোধে ক্ষতিপূরণের অর্থ পুনর্ভরণের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তার যথার্থতা যাচাই করা সম্ভব হয়। এছাড়া ঋণ বিতরণকারী শাখাসমূহ এতদসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি বিবরণী আকারে স্ব স্ব ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত বিশেষ ঋণ মনিটরিং সেল-এর নিকটও প্রেরণ করবে।

ঘ) নির্ধারিত ফসল চাষে প্রকৃত চাষীদের অনুকূলে নির্ধারিত রেয়াতি সুদে প্রদত্ত ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণার্থে আলোচ্য ঋণ বিতরণে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ ফলপ্রসূ তদারকীর যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ঙ) মঞ্জুরীর সময় নির্ধারিত মেয়াদের সাথে গ্রেস পিরিয়ড ৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করে প্রদত্ত ঋণের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নিরূপিত হবে। নির্ধারিত মেয়াদ শেষে কোন ঋণ সম্পূর্ণ বা আংশিক অনাদায়ী থাকলে তার উপর রেয়াতি সুদ প্রযোজ্য হবে না। মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়ার উপর ব্যাংকের নির্ধারিত স্বাভাবিক সুদের হারই ঋণ বিতরণের তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

চ) উপরোক্ত ব্যবস্থার অধীনে প্রকৃত কৃষকদের যথাসময়ে ঋণ বিতরণ এবং সুদসহ যথানিয়মে ঋণ আদায় করার জন্য ব্যাংকের তদারকী জোরদার করতে হবে।

চলমান পাতা-০৩

বিষয়ঃ আমদানী বিকল্প ফসল (ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা) চাষে ভর্তুকি সুবিধার আওতায় ৪% রেয়াতী সুদ হারে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রসংগে।

০৯। এক্ষণে, আমদানী বিকল্প ফসলসমূহ বিশেষ করে তেলবীজ জাতীয় ফসলসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলমান ভর্তুকি সুবিধার আওতায় কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলোঃ

ক) এরিয়া এপ্রোচ ভিত্তিতে অর্থাৎ যে সকল এলাকায় যে ধরণের আমাদানী বিকল্প ফসলের উৎপাদন বেশি হয় সে সকল এলাকার ব্যাংক শাখার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ফসল চাষাবাদের জন্য ঋণ বিতরণ কার্যক্রম জোরদার করা;

খ) ব্যাংক শাখার বাইরে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে আবশ্যিকভাবে 'এই শাখায় আমদানী বিকল্প ফসল (নির্দিষ্ট ফসলের নাম উল্লেখপূর্বক) চাষাবাদে ৪% সুদ হারে ঋণ বিতরণ করা হয়' লেখা ও প্রয়োজনীয় তথ্যসহ ব্যানার স্থাপন করা;

গ) ভর্তুকি সুবিধার আওতায় কৃষকদেরকে ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট ফসল চাষের মৌসুম শুরু হওয়ার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট শাখার মাধ্যমে বিশেষ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা;

ঘ) প্রকৃত কৃষক চিহ্নিত করণের লক্ষ্যে প্রয়োজনে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের সহায়তা গ্রহণ করা;

ঙ) আলোচ্য খাতসমূহে রেয়াতি সুদ হারে কৃষি ঋণ বিতরণ জোরদারকরণের লক্ষ্যে আপনাদের ব্যাংক কর্তৃক বিশেষ নির্দেশনা জারিপূর্বক কৃষি ঋণ বিভাগকে অবহিত করা।

উপরোক্ত নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

১০। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ বিভাগ এর ২২ মে, ২০২২ তারিখের এসিডি সার্কুলার লেটার নং-০২ এতদ্সংগে সংযুক্ত করা হলো। এমতাবস্থায়, এসিডি সার্কুলার লেটার নং-০২ এর নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক আমদানী বিকল্প ফসল (ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা) চাষে ভর্তুকি সুবিধার আওতায় ৪% রেয়াতী সুদ হারে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখে জোরদারকরণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য আমদানী বিকল্প ফসল (ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা) চাষে ভর্তুকি সুবিধার আওতায় ৪% রেয়াতী সুদ হারে কৃষি ঋণ বিতরণ হয় মর্মে শাখায় দৃষ্টিগোচর জায়গায় ব্যানার টানাতে হবে।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

২৫/০৫/২০২২

(মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম)
উপমহাব্যবস্থাপক

নং-প্রকা/ক্রেঃবিঃ/শাখা-১/৩(৭)অংশ-০৮/২০২১-২০২২/ ২৩৭২(১২৫০) তারিখঃ ২৫/০৫/২০২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, সকল উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। অধ্যক্ষ, বিকেবি, ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, মিরপুর, ঢাকা।
০৫। সকল উপমহাব্যবস্থাপক/সচিব, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৬। উপমহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। **উপরোক্ত পরিপত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব ওয়েব সাইটের উন্মুক্ত জোনে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।**
০৭। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৮। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৯। নথি/মহানথি।

২৫/০৫/২০২২

(মোঃ এনামুল হোসেন)
সহকারী ব্যবস্থাপক

বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ
website: www.bb.org.bd

কৃষি ঋণ বিভাগ

এসিডি সার্কুলার নং- ০২

তারিখ: ০৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ / ২২ মে, ২০২২

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

আমদানী বিকল্প ফসল (ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও তুলা) চাষে ভর্তুকি সুবিধার আওতায় ৪% রেয়াতী সুদ হারে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রসংগে।

এসিএসপিডি সার্কুলার নং-০৩, তারিখ: ১০/১০/২০০৬, এসিএসপিডি সার্কুলার নং-০৮, তারিখ: ০৩/১২/২০০৯, এসিডি সার্কুলার লেটার নং-০২, তারিখ: ১২/১০/২০১০ এবং এসিডি সার্কুলার নং-০২ তারিখ: ৩০/০৫/২০১১ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আর্কষণ করা যাচ্ছে।

২। ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও তুলা আমদানীর জন্য প্রতি অর্থবছর প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয় এবং সঠিক সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে পণ্য আমদানী করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। এপ্রেক্ষিতে, আমদানী ব্যয় হ্রাস এবং সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৬ সাল হতে আমদানী বিকল্প ফসলসমূহ (ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও তুলা) চাষের জন্য ব্যাংকসমূহকে সরকারের সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধার আওতায় স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া, ২০১১-১২ অর্থবছরের ০১ জুলাই থেকে ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও তুলা চাষের জন্য প্রদত্ত কৃষি ঋণের উপর কৃষক পর্যায়ে সুদহার ৪%-এ পুনঃনির্ধারণ করা হয়। এ খাতে ঋণ বিতরণের বিপরীতে ব্যাংকসমূহকে প্রকৃত সুদ-ক্ষতি হারে (কৃষি ঋণের সুদ হার ৮% হওয়ায় প্রকৃত সুদ-ক্ষতি হার বর্তমানে ৪%) **ভর্তুকি সুবিধা প্রদান করা হয়।**

৩। রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি বেসরকারী ব্যাংকসমূহও তাদের বার্ষিক কৃষি/পল্লী ঋণ লক্ষ্যমাত্রার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সরকারের ৪% হারে সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধার আওতায় ডাল, তেলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল ও তুলা চাষের জন্য ঋণ বিতরণ করছে। সে ক্ষেত্রে সুদ ক্ষতি বাবদ প্রদত্ত ৪% হিসাবে নেয়ার পরও কোনো ব্যাংকের কিছুটা সুদ ক্ষতি হলে উক্ত অংশটি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কর্পোরেট সোস্যাল রেসপন্সিবিলিটি (CSR)-এর আওতায় গণ্য করা হবে।

৪। কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং সাম্প্রতিককালে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন পণ্যের মূল্য এবং পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় এদের আমদানী মূল্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক কালে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারেও বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য বিশেষ করে ভোজ্যতেলের সরবরাহে ঘাটতি তৈরী হয়েছে এবং পণ্য মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের বাজারে আমদানী নির্ভরশীল ভোজ্যতেলের সরবরাহ ভবিষ্যতে স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে এসকল ভোজ্যতেল উৎপন্নকারী ফসলসমূহের **চাষাবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা অত্যন্ত প্রয়োজন।**

৫। ঋণ বিতরণ ও আদায়

আমদানী বিকল্প ফসলসমূহের (ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও তুলা) চাষাবাদ বৃদ্ধির জন্য সরকারের সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধার আওতায় নিম্নোক্ত ফসলসমূহের ক্ষেত্রে কৃষক পর্যায়ে ৪% সুদ হারে ঋণ প্রদানের নির্দেশনা রয়েছেঃ

ক) ডাল জাতীয় ফসল ঃ মুগ, মশুর, খেসারী, ছোলা, মটর, মাষকলাই, অড়হর ইত্যাদি।
খ) তেলবীজ জাতীয় ফসল ঃ সরিষা, তিল, তিসি, চীনাবাদাম, সূর্যমুখী, সয়াবিন ইত্যাদি।
গ) মসলা জাতীয় ফসল ঃ আদা, রসুন, পেঁয়াজ, মরিচ, হলুদ, জিরা ইত্যাদি।
ঘ) তুলা।

৬। উল্লেখিত ফসল চাষের জন্য রেয়াতি সুদে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে ঃ

ক) একর প্রতি উৎপাদন খরচের ভিত্তিতে ঋণের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পরিমাণ, ঋণ বিতরণের মৌসুম ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রতি অর্থবছরের শুরুতে জারীকৃত কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচীতে উল্লিখিত ঋণ নিয়মাচার প্রযোজ্য হবে।

খ) উল্লিখিত ফসল চাষের উদ্দেশ্যে প্রকৃত ঋণ চাহিদা অনুযায়ী রেয়াতি সুদ হারে ঋণ বিতরণের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ব্যাংকসমূহ বছরের শুরুতেই সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহকে যথাযথ নির্দেশ জারী করবে এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করার জন্য শাখাসমূহের ঋণ বিতরণ অগ্রগতির তদারকী ও মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে।

গ) কৃষি ঋণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত বর্তমানে অনুসৃত অন্যান্য নীতিমালা যেমন কৃষক প্রতি ঋণের সর্বোচ্চ সীমা, জামানত, আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল, ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা নিরূপণ, পাস বইয়ের ব্যবহার, ঋণ বিতরণ, ঋণের সদ্ব্যবহার, তদারকী ও আদায় ইত্যাদি এ সমস্ত ফসলের ক্ষেত্রেও যথারীতি অনুসৃত হবে।

চলমান পাতা-০২

৭। এছাড়া, আমদানী বিকল্প ফসল খাতে রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবীর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ পরিপালনের নির্দেশনা প্রদান করা হলোঃ

ক) ব্যাংকসমূহ রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণের আদায়কৃত/সমন্বয়কৃত ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট বছর সমাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রকৃত হারে (কৃষি ঋণের সুদ হার ৮% হওয়ায় প্রকৃত সুদ-ক্ষতি হার বর্তমানে ৪%) সুদ ক্ষতিপূরণের আবেদন পেশ করবে। উক্ত আবেদনের সঙ্গে তাদের বিতরণকৃত ঋণের বিস্তারিত যেমন- মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, ঋণ মঞ্জুরীর সময়কাল, ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তারিখ, বিতরণকৃত ঋণের মোট পরিমাণ, গ্রাহক পর্যায়ে আদায়কৃত সুদের পরিমাণ, রেয়াতি সুদ আরোপের ফলে মোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ইত্যাদি সম্বলিত একটি বিবরণী দাখিল করবে।

খ) বাংলাদেশ ব্যাংক দৈবচয়ন (random sampling) ভিত্তিতে রেয়াতি হারে যোগ্য বলে দাবীকৃত ঋণের ন্যূনপক্ষে ১০% ঋণ নথি সরেজমিনে যাচাই করবে এবং যাচাইকৃত ঋণের মধ্যে যে পরিমাণ ঋণ নিয়মানুযায়ী প্রদেয় হয়নি মর্মে প্রমাণিত হবে তার শতকরা হার নির্ণয় করতঃ তা পুরো দাবীকৃত ঋণের উপর কার্যকরপূর্বক প্রকৃত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করবে এবং এর ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব হিসাব হতে ব্যাংকসমূহের সুদ ক্ষতির অর্থ পরিশোধ করবে এবং পরবর্তীতে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে পুনর্ভরণ গ্রহণ করবে।

গ) ঋণ বিতরণকারী শাখাসমূহ রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণ গ্রহীতাদের তালিকাসহ এতদসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি যেমন মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, কোন ফসলের জন্য ঋণ গ্রহীতার ঠিকানা, জমির পরিমাণ, ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ, ঋণের মেয়াদ, সমন্বয়ের তারিখ ইত্যাদি সংরক্ষণ করবে যাতে করে প্রয়োজনবোধে ক্ষতিপূরণের অর্থ পুনর্ভরণের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তার যথার্থতা যাচাই করা সম্ভব হয়। এছাড়া ঋণ বিতরণকারী শাখাসমূহ এতদসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি বিবরণী আকারে স্ব স্ব ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত বিশেষ ঋণ মনিটরিং সেল-এর নিকটও প্রেরণ করবে।

ঘ) নির্ধারিত ফসল চাষে প্রকৃত চাষীদের অনুকূলে নির্ধারিত রেয়াতি সুদে প্রদত্ত ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণার্থে আলোচ্য ঋণ বিতরণে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ ফলপ্রসূ তদারকীর যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ঙ) মঞ্জুরীর সময় নির্ধারিত মেয়াদের সাথে গ্রেস পিরিয়ড ৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করে প্রদত্ত ঋণের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নিরূপিত হবে। নির্ধারিত মেয়াদ শেষে কোন ঋণ সম্পূর্ণ বা আংশিক অনাদায়ী থাকলে তার উপর রেয়াতি সুদ প্রযোজ্য হবে না। মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়ার উপর ব্যাংকের নির্ধারিত স্বাভাবিক সুদের হারই ঋণ বিতরণের তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

চ) উপরোক্ত ব্যবস্থার অধীনে প্রকৃত কৃষকদের যথাসময়ে ঋণ বিতরণ এবং সুদসহ যথানিয়মে ঋণ আদায় করার জন্য ব্যাংকের তদারকী জোরদার করতে হবে।

৮। এক্ষণে, আমদানী বিকল্প ফসলসমূহ বিশেষ করে তেলবীজ জাতীয় ফসলসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলমান ভর্তুকি সুবিধার আওতায় কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলোঃ

ক) এরিয়া এপ্রোচ ভিত্তিতে অর্থাৎ যে সকল এলাকায় যে ধরণের আমাদানী বিকল্প ফসলের উৎপাদন বেশি হয় সে সকল এলাকার ব্যাংক শাখার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ফসল চাষাবাদের জন্য ঋণ বিতরণ কার্যক্রম জোরদার করা;

খ) ব্যাংক শাখার বাইরে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে আবশ্যিকভাবে 'এই শাখায় আমদানী বিকল্প ফসল (নির্দিষ্ট ফসলের নাম উল্লেখপূর্বক) চাষাবাদে ৪% সুদ হারে ঋণ বিতরণ করা হয়' লেখা ও প্রয়োজনীয় তথ্যসহ ব্যানার স্থাপন করা;

গ) ভর্তুকি সুবিধার আওতায় কৃষকদেরকে ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট ফসল চাষের মৌসুম শুরু হওয়ার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট শাখার মাধ্যমে বিশেষ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা;

ঘ) প্রকৃত কৃষক চিহ্নিত করণের লক্ষ্যে প্রয়োজনে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের সহায়তা গ্রহণ করা;

ঙ) আলোচ্য খাতসমূহে রেয়াতি সুদ হারে কৃষি ঋণ বিতরণ জোরদারকরণের লক্ষ্যে আপনাদের ব্যাংক কর্তৃক বিশেষ নির্দেশনা জারিপূর্বক কৃষি ঋণ বিভাগকে অবহিত করা।

উপরোক্ত নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ আব্দুল হাকিম)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০১৩৮